3452 - রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল এর ফযলিত

প্রশ্ন

রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল এর ফযলিত কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল পালন করার ফযলিত:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল পালন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন; তবে দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দিতেন না। এরপর তিনি বলতেন: যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে রমযান মাসে কিয়াম করবে (রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে নামায পড়বে) তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেলেন এবং এ বিষয়টি এভাবেই রয়ে গেল (অর্থাৎ তারাবী নামায জামাতে পড়া হত না)। আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফতকালেও এভাবেই থাকল এবং উমর (রাঃ) এর খিলাফতের শুরুর দিকেও এভাবেই থাকল।

আমর বিন মুর্‌রা আল-জুহানী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুযাআ' গোত্রের এক লোক এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার কী অভিমত, আমি যদি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং আপনি মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল (বার্তাবাহক), পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, একমাস রোযা রাখি, রমযান মাসে কিয়াম পালন করি এবং যাকাত প্রদান করি? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা যাবে সে তো সিদ্দিকীন ও শুহাদাদের অন্তর্ভুক্ত (ঈমানদারদের সর্বোচ্চ দু'টি স্তর)।"।

লাইলাতুল ক্বদরকে নির্দিষ্টকরণ:

২। রমযান মাসের সর্বোত্তম রাত্রি হল- লাইলাতুল ক্বদর। দলিল হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে লাইলাতুল ক্বদরে কিয়াম পালন করবে (ফলে তাকে তাওফিক দেয়া হবে) তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"

৩। এ রাতটি হচ্ছে- অগ্রগণ্য মতানুযায়ী ২৭ শে রমযানের রাত। অধিকাংশ হাদিস থেকে এ অভিমতটির পক্ষে সমর্থন পাওয়া

যায়। যমেন- যর্রি বনি হুবাইশ (রাঃ) এর হাদসি। তনিি বলনে, আমি উবাই বনি কাব (রাঃ) কে বলতে শুনছেি তনিি বলনে, তাকে বলা হল: 'আব্দুল্লাহ্ বনি মাসউদ (রাঃ) বলনে, যে ব্যক্তি সারা বছর কয়িামুল লাইল পড়বে সে লাইলাতুল ক্বদর পাবইে! তখন উবাই (রাঃ) বললনে: আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন; তাঁরউদ্দশ্যে ছলি, যাতে করে মানুষ এক অভমিতরে উপর নর্িভর করে বসে না থাকে। ঐ সত্তার শপথ যনিি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নইে, নশ্চিয় লাইলাতুল ক্বদর রমযান মাসে। আল্লাহ্র শপথ, আমি জানি এটি কোন রাত্রি। এটি সইে রাত্রি যে রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে কয়িাম পালন করার আদশে দয়িছেলিনে। সে রাতটি ছলি (রমযানরে) ২৭ তম রজনী। আর সে রাত্ররি আলামত হচ্ছ,ে সদেনি সকাল বলো সূর্য শুভ্র হয়ে উদতি হব;ে সূর্যরে কোন আলোক রশ্মি থাকবে না।[কোন এক রওেয়ায়তেে এ বর্ণনাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে 'মারফু' হাদসি হসিবেে উল্লখে করা হয়ছে।ে ইমাম মুসলমি ও অন্যান্য হাদসি সংকলক এটি বর্ণনা করছেনে]

কয়িামুল লাইল এর নামায জামাতরে সাথে আদায় করার শরয়ি অনুমোদন:

৪। রমযান মাসে কয়িামুল লাইল এর নামায জামাতরে সাথে আদায় করা শরয়িত সম্মত; বরং সটো একাকী আদায় করার চয়েে উত্তম। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়িামুল লাইল এর নামায জামাতরে সাথে আদায় করার কারণে এবং তনিি জামাতরে সাথে কয়িামুল লাইল এর নামায আদায় করার ফযলিত বর্ণনা করার কারণ।ে যমেনটি আবু যার (রাঃ) এর হাদসিে এসছে,ে তনিি বলনে: "আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে রমযানরে রোযা রাখলাম। তনিি গোটা মাস আমাদরে নয়িে কয়িামুল লাইল পড়নেনি। তব,ে মাসরে সাতদনি বাকী থাকতে (২৩ তম রজনীত)ে তনিি আমাদরে নয়িে রাত্ররি এক তৃতীয়াংশ কয়িামুল লাইল আদায় করলনে। যে রাত্রতিে মাসরে আর ছয়দনি বাকী ছলি সে রাতে (২৪ তম রজনীত)ে কয়িাম করনেনি। মাসরে আর পাঁচদনি বাকী থাকতে (২৫ তম রজনীত)ে আবার অর্ধরাত্রি পর্যন্ত কয়িাম করলনে। আমি বললাম: হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আজকরে গোটা রাতটা আমাদরেকে নয়িে নফল নামায পড়তনে। তখন তনিি বললনে: যদি কউে ইমাম যতক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ইমামরে সাথে নামায পড়;ে তাহলে তার জন্য গোটা রাত কয়িাম পালন করার সওয়াব হসিাব করা হব।ে এরপর যখন মাসরে আর চারদনি বাকী ছলি সে রাতে তনিি কয়িাম করনেনি। যখন আর তনিদনি বাকী ছলি সে রাতে (২৭ তম রজনীত)ে তনিি তাঁর পরবিার-পরজিন ও সকলকে জাগয়িে দনে। সে রাতে তনিি আমাদরেকে নয়িে নামায পড়তইে থাকলনে পড়তইে থাকলনে। এক পর্যায়ে আমাদরে আশংকা হল য,ে আমাদরে 'ফালাহ্' ছুটে যাব।ে বর্ণনাকারী বলনে, আমি জজ্ঞিসে করলাম: 'ফালাহ্' কী? তনিি বললনে: সহেরী। এরপর তনিি মাসরে অবশষ্টি দনিগুলোতে আর কয়িামুল লাইল পালন করনেনি।"[হাদসিটি সহহি; সুনান গ্রন্থাকারগণ হাদসিটি সংকলন করছেনে]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাতরে সাথে 'কয়িামুল লাইল' পালন করা অব্যাহত না রাখার কারণ:

৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসরে অবশষ্টিাংশ জামাতরে সাথে কয়িামুল পালন না করার কারণ হচ্ছ,ে এই আশংকা য,ে না-জানি রমযান মাসে কয়িামুল লাইল পালন করা তাদরে উপর ফরয করে দয়ো হয়। তখন তারা সটো পালন করতে

সক্ষম হবে না। যেমনটি এসেছে আয়শো (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে, যা সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক ইসলামী শরিয়তকে পরিপূর্ণ করে দেয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে এ আশংকাটি দূর হয়ে গেছে। অতএব, আশংকার কারণে গৃহীত পদক্ষেপ তথা কিয়ামুল লাইলে জামাত বর্জন করাও দূরীভূত হয়ে গেলে এবং পূর্বের হুকুম বহাল থাকল; সেটা হচ্ছে জামাতের সাথে কিয়ামুল লাইল আদায় করার অনুমোদন। এ কারণে উমর (রাঃ) এ বিধানটিকে পূর্ণজীবিত করেছেন; যেমনটি সহিহ বুখারী ও অন্যান্যদের বর্ণনাতে এসেছে।

মহিলাদের জামাতের সাথে কিয়ামুল লাইল পালনের অনুমোদন:

৬। যেমনটি পূর্বোক্ত আবু যার (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে যে, মহিলাদের জন্য জামাতে হাযির হওয়া শরিয়তসম্মত। বরং মহিলাদের জন্য পুরুষদের ইমামের পরিবর্তে আলাদা ইমাম নির্ধারণ করাও জায়েয। কেননা, উমর (রাঃ) যখন জামাতের সাথে কিয়ামুল লাইল আদায় করার জন্য লোকদেরকে সমবেত করলেন তখন পুরুষদের জন্য উবাই বিন কা'ব (রাঃ) কে এবং মহিলাদের জন্য সুলাইমান বিন আবু হাছমা (রাঃ) কে ইমাম নিযুক্ত করলেন। আরফাজা আল-ছাকাফি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) রমযান মাসে লোকদেরকে কিয়ামুল লাইল আদায় করার নির্দেশ দিতেন। তিনি পুরুষদের জন্য একজন ইমাম ও মহিলাদের জন্য অন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করতেন। তিনি বলেন: আমি ছিলাম মহিলাদের ইমাম।"

আমি বলব: এটা সেক্ষেত্রে হতে পারে যদি মসজিদ প্রশস্ত হয় এবং ইমামদ্বয়ের একজনের পড়া অপর জনের অসুবিধা না-করে সেক্ষেত্রে।

কিয়ামুল লাইল এর রাকাত সংখ্যা:

৭। কিয়ামুল লাইল এর নামায ১১ রাকাত। এক্ষেত্রে আমাদের মনোনীত অভিমত হচ্ছে, রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণে এর চেয়ে বেশি রাকাত না বাড়ানো। কেননা তিনি মৃত্যু অবধি কিয়ামুল লাইল নামাযের রাকাত সংখ্যা এর চেয়ে বেশি বাড়াননি। আয়শো (রাঃ) কে রমযান মাসে তাঁর কিয়ামুল লাইল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানে কিংবা রমযান ছাড়া অন্য সময়ে ১১ রাকাতের বেশি নামায পড়তেন না। তিনি চার রাকাত নামায পড়তেন এ চার রাকাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না! এরপর আরও চার রাকাত নামায পড়তেন এ চার রাকাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না। এরপর তিন রাকাত নামায পড়তেন।[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম]

৮। তবে কেউ ইচ্ছা করলে এর চেয়ে কম সংখ্যক বিতিরের নামায পড়তে পারেন। এমনকি এক রাকাত বিতিরও পড়তে পারেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম ও কথার দলিলের ভিত্তিতে।

কর্মের দলিল: আয়শো (রাঃ) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়

রাকাত বতিরি নামায পড়তনে? তনিি বলনে: চার রাকাত পড়ে তনি রাকাত বতিরি পড়তনে। ছয় রাকাত পড়ে তনি রাকাত বতিরি পড়তনে। দশ রাকাত পড়ে তনি রাকাত বতিরি পড়তনে। তনিি সাত রাকাতরে চয়েে কম কংিবা তরে রাকাতরে বশেি বতিরি নামায আদায় করনেনি।[সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদন ও অন্যান্য হাদসিগ্রন্থ]

আর তাঁর কথার দললি হচ্ছ: "বতিরি সত্য। কউে চাইলে সে পাঁচ রাকাত বতিরি পড়তে পার। কউে তনি রাকাত পড়তে পার। কউে এক রাকাত বতিরি পড়তে পার।"।

কয়িামুল লাইল এর নামাযে কুরআন তলোওয়াত:

রমযানে কংিবা অন্য সময়ে কয়িামুল লাইলে কুরআন তলোওয়াতরে ক্ষত্রেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নর্দিষ্টি কোন সীমা নর্িধারণ করনেনি যে, সে সীমার চয়েে বাড়ানো বা কমানো যাবে না। বরং নামাযরে দীর্ঘতা কংিবা সংক্ষপ্তিতার পরপ্রিক্ষেতিে ক্বরোতও দীর্ঘ কংিবা সংক্ষপ্তি হত। তনিি কখনও এক রাকাত নামাযে يا أيها المزمل (ইয়া আইয়্যুহাল মুয্যামলি) পড়তনে। এ সূরাটরি আয়াত সংখ্যা ২০। কখনও ৫০ আয়াত পড়তনে। তনিি বলতনে: "যে ব্যক্তি এক রাতে ১০০ আয়াত দয়িে কয়িাম পালন করবে তাকে গাফলেদরে মধ্যে লখো হবে না।"। অন্য এক হাদসিে এসছে, যে ব্যক্তি দুইশ আয়াত দয়িে কয়িাম পালন করবে তাকে 'ক্বানতিীন মুখলসিীন' দরে মধ্যে লপিবিদ্ধ করা হব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগাক্রান্ত শরীরওে এক রাতে সাতটি লম্বা সূরা পড়ছেনে। সে সূরাগুলো হচ্ছ, সূরা বাক্বারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নসিা, সূরা মায়দিা, সূরা আনআম, সূরা আরাফ ও সূরা তাওবা।

হুযাইফা বনি ইয়ামান (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে পছেনে নামায পড়ার ঘটনায় এসছে যে, তনিি এক রাকাতে সূরা বাক্বারা, এরপর সূরা নসিা, এরপর সূরা আলে-ইমরান ধীরস্থরিভাবে তলোওয়াত করছেনে।

সহহি সনদে সাব্যস্ত হয়ছে যে, উমর (রাঃ) যখন রমযান মাসে উবাই বনি কাব (রাঃ) কে লোকদরে ইমাম হয়ে ১১ রাকাত নামায পড়ার নর্িদশে দলিনে তখন উবাই (রাঃ) একশত আয়াত সম্বলতি সূরাগুলো দয়িে তলোওয়াত করতনে। তাঁর পছেনে যারা নামায পড়ত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে তাদরেকে লাঠরি ওপর ভর করতে হত। তারা ফজররে কাছাকাছি সময়ে নামায শষে করতনে।

উমর (রাঃ) থকেে সহহি সনদে আরও এসছে যে, তনিি রমযান মাসে ক্বারীদরেকে ডাকালনে। যে ক্বারী দ্রুত তলোওয়াত করনে তনিি তাকে ৩০ আয়াত পড়ার নর্িদশে দলিনে। যে ক্বারী মধ্যম গতিতে তলোওয়াত করনে তাকে ২৫ আয়াত তলোওয়াত করার নর্িদশে দলিনে। আর যে ক্বারী ধীরে তলোওয়াত করনে তাকে ২০ আয়াত পড়ার নর্িদশে দলিনে।

এই আলোচনার ভত্তিতিে বলা যায়, যে ব্যক্তি একাকী নামায আদায় করে সে যতটুকু ইচ্ছা দীর্ঘ করতে পারনে। অনুরূপভাব, মুক্তাদরিা যদি একমত থাকে সে ক্ষত্রেওে। যত দীর্ঘ করা যায় তত উত্তম। তবে এ ক্ষত্রেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামরে অনুসরণ করবে। তাই এত লম্বা করবে না যে, গোটা রাত নামাযে কাটয়িে দবিে; খুব বরিল ক্ষত্রেে ছাড়া। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে, "সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদরে আদর্শ।" আর যদি ইমাম হসিবেে নামায আদায় করনে তাহলে তনিি এ পরমিাণ দীর্ঘ করতে পারনে যাতে করে পছেনে যারা আছে তাদরে জন্য কষ্টকর না হয়। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "তোমাদরে কউে যখন অন্যদরে নয়িে নামায আদায় করে তখন সে যনে হালকাভাবে নামায পড়ে। কনেনা মুসল্লদিরে মধ্যে অল্পবয়স্ক, বৃদ্ধ, দুর্বল, অসুস্থ কংিবা ব্যস্ত লোক থাকতে পারে। আর যদি কউে একাকী নামায পড়ে তখন যতক্ষণ খুশি নামায দীর্ঘ করতে পারে।"।

কয়িামুল লাইল এর সময়কাল:

১০। কয়িামুল লাইল এর সময় এশার নামাযরে পর থকেে ফজররে ওয়াক্ত পর্যন্ত। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "নশ্চিয় আল্লাহ্ তোমাদরেকে অতরিক্তি একটি নামায দয়িছেনে, সে নামাযটি হচ্ছে বতিরিরে নামায। তোমরা এশার নামায ও ফজররে নামায মাঝখানে সে নামাযটি আদায় কর।"

১১। যার পক্ষে সম্ভব তার জন্য রাত্ররি শষে প্রহরে নামায আদায় করা উত্তম। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি আশংকা করে যে, সে শষে রাতে উঠতে পারবে না তবে সে যনে প্রথম রাত্রতিে বতিরিরে নামায আদায় করে নয়ে। আর যে ব্যক্তি শষে রাতে উঠার আকাঙ্ক্ষা করে সে যনে শষে রাতে বতিরিরে নামায আদায় করে। কারণ শষে রাতরে নামাযে (ফরেশেতারা) হাযরি থাকে। তাই সটেি উত্তম।"

১২। যদি ব্যাপারটি এ রকম হয় যে, প্রথম রাতে নামায পড়লে জামাতরে সাথে পড়া যাবে। আর শষে রাতে পড়লে একাকী পড়তে হবে; সক্ষেত্রেে জামাতরে সাথে নামায পড়াই উত্তম। কনেনা জামাতরে সাথে পড়লে সটোকে সমস্ত রাত নামায পড়া হসিবেে গণ্য করা হয়।

উমর (রাঃ) এর যামানায় এটাই ছলি সাহাবায়ে করোমরে আমল। আব্দুর রহমান বনি উবাইদ আল-ক্বারী বলনে: একবার রমযানরে একরাত্রতিে আমি উমর (রাঃ) এর সঙ্গে মসজদিরে উদ্দশ্যে বরে হলাম। এসে দখেলাম লোকেরো বক্ষিপ্তিভাবে নামায আদায় করছে। কউে একাকী নামায পড়ছে। কারো পছেনে একদল লোক নামায পড়ছে। তখন তনিি বললনে: আল্লাহ্র শপথ, আমি মনে করি আমি যদি এদরে সবাইকে একজন ক্বারীর পছেনে একত্রতি করি সটো উত্তম। এরপর তনিি দৃঢ় সদ্ধিান্ত নলিনে এবং সবাইকে উবাই বনি কা'ব (রাঃ) এর পছেনে একত্রতি করলনে। তনিি বলনে: এরপর অন্য এক রাতে আমি তাঁর সাথে বরে হলাম; গয়িে দখেলাম লোকেরো তাদরে ক্বারীর পছেনে নামায পড়ছে। তখন উমর (রাঃ) বলনে: এটি কতই না ভাল বদিাত! তারা যে সময়টায় ঘুময়িে থাকে সে সময়টা যে সময়টা নামায পড়ে সে সময়রে চয়েে উত্তম (তনিি শষে রাতরে কথা বুঝাতে চয়েছেনে)। লোকেরো প্রথম রাত্রতিে নামায পড়তনে।"।

যায়দে বনি ওয়াহব বলনে: "রমযান মাসে আব্দুল্লাহ্ আমাদরেকে নয়িে নামায পড়তনে এবং অনকে রাতে নামায শষে করতনে।"

১৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহসি সালাম যখন তনি রাকাত বতিরিরে নামায পড়তে নষিধে করনে এবং এ নষিধোজ্ঞার কারণ দর্শাতে গয়িে বলনে: "যনে তোমেরা মাগরবিরে নামাযরে সাথে সাদৃশ্য না কর" সে জন্য মাগরবিরে নামাযরে সাথে সাদৃশ্য থকেে বরে হওয়ার দুইটি পদ্ধতি হতে পার:

ক. জোড় ও বজেোড় রাকাতরে মাঝখানে সালাম ফরিয়িে ফলো (অর্থাৎ দুই রাকাতরে পর সালাম ফরিয়িে ফলো)। এই অভমিতটি অধকি শক্তশিালী ও উত্তম।

খ. জোড় ও বজেোড় রাকাতরে মাঝখানে না বসা। আল্লাহ্ই ভাল জাননে।

বতিরিরে তনি রাকাত নামাযে ক্বরোত পড়ার পদ্ধতি:

১৪। তনি রাকাত বশিষ্টি বতিরিরে নামাযরে প্রথম রাকাতে سبح اسم ربك الأعلى (সূরা আ'লা) পড়া সুন্নত। দ্বতিীয় রাকাতে قل يا أيها الكافرون (সূরা কাফরিুন) পড়া সুন্নত। তৃতীয় রাকাতে قل هو الله أحد (সূরা ইখলাস) পড়া সুন্নত। কখনও কখনও এর সাথে قل أعوذ برب الفلق (সূরা ফালাক্ব) ও قل أعوذ برب الناس(সূরা নাস) মলিাব।

সহহি হাদসিে সাব্যস্ত হয়ছে যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বতিরিরে এক রাকাত নামাযে সূরা নসিার ১০০ আয়াত তলোওয়াত করছেনে।

দোয়ায়ে কুনুত:

১৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দৌহত্রি হাসান বনি আলী (রাঃ) কে যে দোয়াটি শখিয়িছেনে সে দোয়াটি দয়িে দোয়ায়ে কুনুত পড়া। সে দোয়াটি হচ্ছ, (اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، لا منجا منك إلا إليك) অর্থ- "হে আল্লাহ! আপনি যাদরেকে হদোয়তে দয়িছেনে তাদরে সাথে আমাকওে হদোয়তে দনি। আপনি যাদরেকে নরিাপদে রখেছেনে তাদরে সাথে আমাকওে নরিাপদে রাখুন। আপনি যাদরে অভভিাবকত্ব গ্রহণ করছেনে তাদরে সাথে আমার অভভিাবকত্বও গ্রহণ করুন। আপনি আমাকে যা দয়িছেনে তাতে বরকত দনি (প্রবৃদ্ধি দনি)। আপনি যে অমঙ্গল নর্িধারণ করে রখেছেনে তা হতে আমাকে রক্ষা করুন। কনেনা, আপনইি ভাগ্যরে সদ্ধিান্ত দনে; আপনার ওপরে সদ্ধিান্ত দয়োর কউে নইে। আপনি যার অভভিাবকত্ব গ্রহণ করনে সে কোনদনি লাঞ্ছতি হবে না। আর আপনি যার সাথে শত্রুতা করনে সে কোনদনি সম্মানতি হতে পারে না। হে আমাদরে প্রভু! আপনি বরকতপূর্ণ ও সুমহান। আপনার থকেে মুক্তরি উপায় আপনার কাছে ফরিে আসা।"

মাঝে মাঝে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে উপর দরুদ পড়ব; সামনে যে দললি উল্লখে করা হবে তার ভত্তিতিে।

উল্লেখিত দোয়ার সাথে শরয়িত অনুমোদিত অন্য যে কোন দোয়া, সঠিক ও ভাল অর্থবোধক দোয়া যুক্ত করতে কোন বাধা নেই।

১৬। যে ব্যক্তি রুকুর পরে দোয়ায়ে কুনুত পড়লে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

উল্লেখিত দোয়ায়ে কুনুতের উপর বাড়তি দোয়া যেমন, রমযানের দ্বিতীয় অর্ধাংশে কাফেরদের ওপর লানত করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পড়া ও মুসলমানদের জন্য দোয়া করতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা উমর (রাঃ) এর সময়কালের ইমামদের আমল থেকে এগুলো সাব্যস্ত আছে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত আব্দুর রহমান বিন উবাইদ আল-ক্বারী এর হাদিসের শেষাংশে এসেছে, "তারা শেষে অর্ধাংশে কাফেরদের উপর লানত করে বলতেন: হে আল্লাহ্! আপনি সেসব কাফেরদের উপর লানত করুন; যারা আল্লাহ্র পথে বাধা দিচ্ছে, আপনার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, আপনার প্রতিশ্রুতির প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই। তাদের একতাকে ভঙ্গে দিন। তাদের অন্তরগুলোতে ভীতি ঢুকিয়ে দিন। তাদের উপর আপনার আযাব-গজব নাযিল করুন। ওগো, সত্য উপাস্য!। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পড়বে। সাধ্যানুযায়ী মুসলিম উম্মাহ্র কল্যাণের জন্য দোয়া করবে। অতঃপর মুমিনদের জন্য ইস্তিগফার করবে।

তিনি বলেন: তিনি যখন কাফেরদেরকে লানত করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পড়া, মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং নিজের ব্যক্তিগত প্রার্থনা শেষ করতেন তখন বলতেন: اللهمإياكنعبد،ولكنصليونسجد،وإليكنسعىونحفد،ونرجورحمتكربنا،ونخافعذابكالجد،إنعذابكلمنعاديتملحق (অর্থ- হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি। আপনার জন্যই নামায পড়ি। আপনাকেই সিজদা করি। আপনার দিকেই ধাবিত হই। আপনারই আনুগত্য করি। হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার করুণা প্রত্যাশা করি এবং আপনার সুনিশ্চিত শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় আপনার শাস্তি আপনার শত্রুদেরকে বেষ্টন করবেই।"এরপর তাকবীর দিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে।

বিতির নামাযের শেষাংশে কী বলবে:

১৭। বিতিরের নামাযের শেষে দিকে (সালাম ফিরানোর আগে কিংবা পরে) যা বলা সুন্নত:

اللهمإنيأعوذبرضاكمنسخطك،وبمعافاتكمنعقوبتك،وأعوذبكمنك،لاأحصيثناءعليك،أنتكماأثنيتعلىنفسك (অর্থ- "হে আল্লাহ! আমি আপনার অসন্তুষ্টি হতে আশ্রয় চাই আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে। আপনার শাস্তি হতে আশ্রয় চাই আপনার ক্ষমার মাধ্যমে। আপনার থেকে আপনার কাছেই আশ্রয় চাই। আপনার প্রশংসা করে আমি শেষ করতে পারব না। আপনি সেই প্রশংসার যোগ্য নিজের প্রশংসা আপনি নিজে যেভাবে করেছেন।"।

১৮। যখন বিতিরের নামাযের সালাম ফিরাবে তখন বলবে: سبحانالملكالقدوس،سبحانالملكالقدوس،سبحانالملكالقدوس (সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস, সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস, সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস। অর্থ- 'কেই না পবিত্র ও মহান

বাদশাহ') টনেে টনেে তনিবার বলবে এবং তৃতীয়বারে উচ্চস্বরে বলবে।

বতিরিরে পর দুই রাকাত নামায পড়া:

১৯। যদি কউে ইচ্ছা করনে তাহলে বতিরিরে পর দুই রাকাত নামায পড়তে পারনে। যহেতেু এই আমল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হয়ছে। বরং তনিি বলছেনে: "নশ্চিয় এই সফর কষ্টকর ও কঠনি। অতএব, তোমাদরে কউে বতিরিরে নামায পড়ার পর যনে দুই রাকাত নামায পড়ে নয়ে। যদি সে জাগতে পারে ভাল; আর না পারলে এই দুই রাকাত তার জন্য যথষ্টে।"

২০। এই দুই রাকাত নামাযে إذازلزلتالأرض (সূরা যলিযাল) ও قليأيهاالكافرون (সূরা ক্বাফরিুন) পড়া সুন্নাহ।